সংবাদ

তারিখ 27 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

মাদকবিরোধী কমিটি হচ্ছে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। গতকাল সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দীর্ঘ আড়াই বছর পর অনুষ্ঠিত বোর্ডের ১০ম সভায় এ অসন্তোষ প্রকাশ করে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই ভাল কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়। একই সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা প্রায় ৩৬ হাজার অনিষ্পন্ন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শেখ আবদুর রশীদকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এসব কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের দায়িত্ব দেয়া হবে।

পুনর্গঠিত বোর্ডের সভাপতি আইন ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের

কমিটি : পৃঃ ১১ কঃ ৭

কমিটি : মাদকবিরোধী

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আনোয়ারুল ইকবাল, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডা. এএসএম মতিউর রহমান, শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী, স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুল করিম, ভারপ্রাপ্ত আইন সচিব কাজী হাবিবুল আওয়াল, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হুমায়ুন কবির, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ডা. জাফর উল্লাহ খান, ডা. এম. আর খান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত মাহমুদ প্রমুখ।

সভা শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুল করিম জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কাজ করার সুবিধার্থে অস্ত্র লাইসেন্স দেয়ার ব্যাপারে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কতজন কর্মকর্তাকে লাইসেন্স দেয়া হবে, সে ব্যাপারে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নির্দিষ্ট প্রস্তাব করবেন। তার প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

তিনি জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা প্রায় ৩৬ হাজার মামলা বর্তমানে অনিষ্পন্ন রয়েছে। এসব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি এবং এসব মামলায় অভিযুক্ত প্রায় ৪০ হাজার আসামির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

বোর্ডের সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বোর্ড অধিদপ্তরকে বর্তমানে বিরাজমান সুযোগ-সুবিধা নিয়েই কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার তাগিদ দেয়। অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে স্টাফদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে বলে জানান তিনি।

এছাড়াও সভায় পাঁচতারা হোটেল এবং ২০০'র বেশি নিবন্ধিত সদস্য রয়েছে— এমন ক্লাবগুলোকে সীমিত আকারে বার পরিচালনার অনুমোদন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, দেশে বর্তমানে মাদকাসক্তের সংখ্যা কত তা নির্ধারণে জরিপ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব জরিপ পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কার্যক্রম শুরু করা হবে।